বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়ম ধারণের ক্ষেত্রে কিছু কৌশল

WITNESS
SEE IT FILM IT CHANGE IT

activate rights//

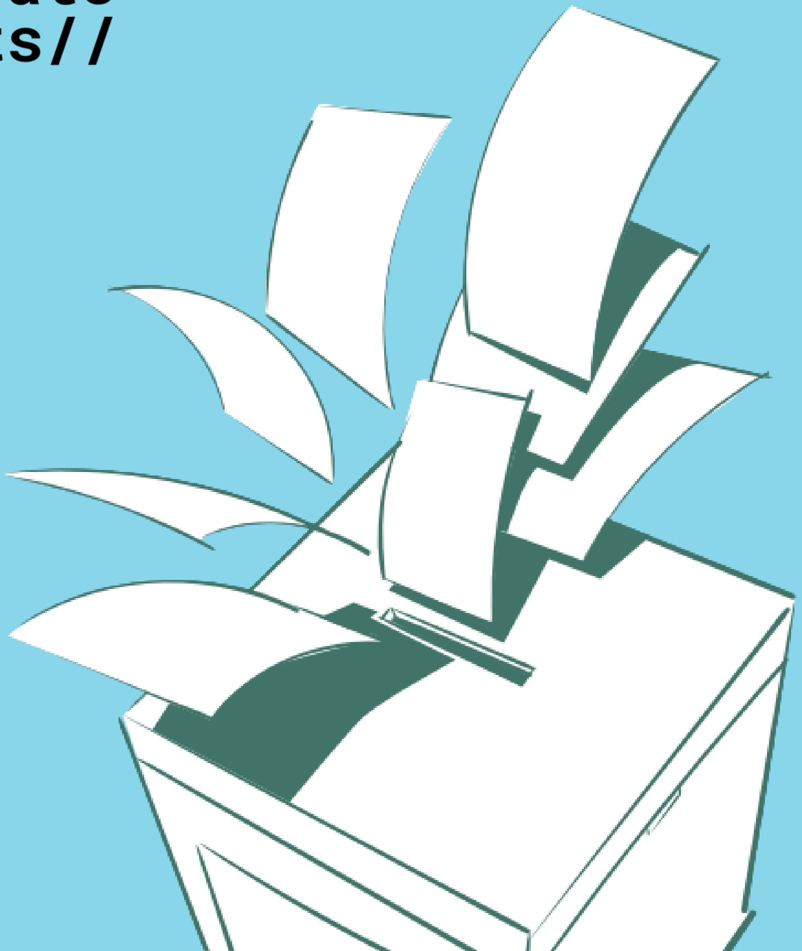

মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করা বিপজ্জনক হতে পারে।
নিরাপদে থাকবেন। নীতির উপর থাকবেন। কার্যকর উপায়ে কাজ করবেন।

মূল ধারণা ও তথ্যসূত্র:

উইটনেস (WITNESS) এই নির্দেশিকাটি উইটনেস-এর "Tips for Filming Bangladesh National Parliamentary Election Offences" টুলকিট অবলম্বনে সংকলিত ও স্থানীয়করণ করা হয়েছে।

ডিজাইনঃ

ARTIVISM
STUDIO

প্রস্তুতি

- ক্যামেরা চালুর আগে আপনার অধিকারের সীমারেখা বুঝতে শিখুন। অপরের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে সম্মান দিন। সাক্ষাতদাতা এবং আপনার নিজের ঝুঁকিকে আমলে নিন।

- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি, যাদের ভিডিও ধারণ করা হচ্ছে এবং সর্বোপরি নিজের ঝুঁকি আগে যাচাই করে নিতে হবে। প্রতিদিন সেনাবাহিনী, পুলিশ অথবা অতি-উৎসাহীদের পদক্ষেপের পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য একটি সুরক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করুন।

- নিজের সীমাবদ্ধতাকে জানুন- শারীরিক এবং মানসিক। যেকোন ভীড়ের সীমানায় অবস্থান করুন, মাঝে নয়। ভিডিও ধারণ করার ক্ষেত্রে একজন সহকর্মীকে সর্বদা নজর রাখতে বলুন। মনে রাখবেন, সবার আগে সাবধানতা।

- আপনার সহকর্মী এবং গুরুত্বপূর্ণ কন্টাক্টগুলো নিয়ে একটি সিগন্যাল হোয়াটসএপ গ্রুপ খুলে নিন যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে যোগাযোগ নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে সিগন্যালের মত এনক্রিপ্টেড এপ ব্যবহার করা ভাল যেগুলোতে মেসেজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিলেট হয়।

- নির্বাচনকালীন সহিংসতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিপদে নিরাপদে ফিরে আসার ব্যাপারটি আগেই পরিকল্পনা করে নেয়া। যদি সম্ভব হয়, আপনাদের যোগাযোগ করার চ্যানেলগুলোতে ড্রাইভার এবং দলের অন্যান্যদের যুক্ত করে নিন। মনে রাখবেন, যেকোন অস্থিরতায় এদের নিয়ে একসাথে কাজ করলে আপনার নিরাপদ যাত্রা এবং অন্যান্য সমর্থন পাবেন।

পাসওয়ার্ড সুরক্ষা

ফোনগুলো অবশ্যই পাসওয়ার্ড দিয়ে নিরাপদ করে নিন। তবে কোনোভাবেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফ্যাসিয়াল রিকগনিশন দিয়ে নয়। ফোনের এনক্রিপশন চালু করে নিন অথবা সেন্সিটিভ তথ্যগুলো আগেই সরিয়ে/ডিলিট করে নিতে পারেন, যদি ফোন বেহাত/জব্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যাটারি চার্জ করুন

সব ব্যাটারিগুলো আগেই চার্জ করে নিন এবং ডিভাইসে যথেষ্ট জাওয়া খালি করে রাখুন। এছাড়া ফোনে অটো ব্যাকআপ চালু রাখতে পারেন। যেমন, গুগল ফটোস, ড্রপবক্স যাতে ফোন বেহাত/জব্দ হলেও আপনার সকল তথ্য ফিরে পেতে পারেন।

পাওয়ার ব্যাংক সাথে রাখুন

পাওয়ার ব্যাংক বা বিকল্প পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশনের ব্যবস্থা রাখুন যাতে বিদ্যুৎ না থাকলেও কাজগুলো সমাধান করা যায়।

আপনার কাজের সত্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সহজ রাখুন

সংবাদমাধ্যম, আদালত এবং মানবাধিকার সংস্থাদের আপনার ধারণ করা ভিডিওটির সত্যতা যাচাইয়ের সুবিধার্থে স্মার্টফোনের জিপিএস চালু রাখতে পারেন। যদি নিরাপদ মনে করেন, তবে ভিডিও ধারণ করার সময় কথা বলতে পারেন, যাতে সনাক্ত করা যায় আপনিই ভিডিওটি ধারণ করছেন। ভিডিও চলাকালীন তারিখ এবং স্থানের নাম বলুন। স্থানকে ভালোভাবে সনাক্ত করার সুবিধার্থে রাস্তার চিহ্ন, ল্যান্ডমার্ক, আশেপাশের সাইনবোর্ড ইত্যাদির ভিডিও করুন।

সতর্কতা- আপনি যদি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চান নিরাপত্তার স্বার্থে, তবে নিজের চেহারা বা কন্ঠ রেকর্ড না করাই ভালো।

এছাড়া ভিডিও ধারণের বেলায় Tella অথবা ProofMode ব্যবহার করতে পারেন। এতে লোকেশনের বিস্তারিতসহ অনেক মেটাডেটা থাকে। এই বাড়তি তথ্যের কারণে আপনার ধারণকৃত প্রমাণগুলো কখন এবং কিভাবে তোলা সে ব্যাপারে জানা যায়, ফলে প্রমানের বিশুদ্ধতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।

টেলা ডাউনলোড করুন:
https://bit.ly/tella-app

প্রুফমুড ডাউনলোড করুন এখানে:
https://bit.ly/proofmode-app

তথ্য ধারণের কিছু কৌশল

যেকোনো ভিডিও ধারনের ক্ষেত্রে অন্তত ১০ সেকেন্ড ক্যাপচার করুন। ক্যামেরাটি স্থির রাখুন এবং অবস্থান পরিবর্তনের বেলায় ধীরে করুন। ক্যামেরা জুম ইন করে ধারণ করবেন না, এতে ফোকাস ঘোলা হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে ভীড়/ভোটের সারিকে ক্যামেরায় ধারণ করুন যাতে এর আকার সম্পর্কে দর্শক ধারণা পায়। যদি নিরাপদ হয়, তাহলে হেটস্পিচ, ক্যামেরা বা ফোন জব্দ, ব্যালট টেম্পারিং অথবা ভোটদানে বাধা দেবার ভিডিও ধারণ করুন।

যেকোন ঘটনা ধারণের বেলায় আশেপাশের কোনো বড় স্থাপনা (ভোটকেন্দ্রের সাইনবোর্ড) দেখানোর চেষ্টা করুন যাতে ঘটনার অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। এতে ভিডিওটির কোনো স্থানের ঘটনাটির প্রেক্ষিত জানতে সাহায্য করে।

নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়ম ধারণের বেলায় কোনো ক্লোজশট নেয়ার আগে অন্তত একটি ওয়াইড অথবা মিডরেঞ্জ শট ধারণ করুন। এই কৌশলের ফলে ঘটনাটির বাড়তি তথ্য এবং একটি বিস্তারিত ধারণা পেতে সাহায্য করবে।

কাদের ধারণ করবেন

সম্ভব হলে ভোটারদের বাধা দেয়া, গ্রেফতার, আক্রমন বা লাঞ্চিত করার ঘটনাগুলো ধারণ করুন। যদি দেখেন ভোটদান পর্ব ঠিকঠাক চলছে, তাহলে কেউ সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বা অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে কিনা, তা দেখাতে পারেন। যদি দেখেন কোনো একটি দল বা গ্রুপ আসছে, তাহলে তাদের ব্যাজ, ফ্ল্যাগ বা হাতের স্টিকারগুলো ধারণ করুন।

কী ধারণ করবেন

যদি নিরাপদ হয়, পুলিশের গাড়ির নাম্বার, তাদের পোশাক, বুকের ব্যাজ, পদ এবং তাদের যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ধারণ করুন। এছাড়া বুলেটের কারণে তৈরি গর্ত, টিয়ারশেল ক্যারিয়ার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ধারণ করতে পারেন।

গল্প বলুন

কারো ক্ষতি করবেন না। কারো ছবি/ভিডিও ধারণের আগে অনুমতি নিন। অনুমতি নিয়ে তাদের বলুন ঘটনা কোথায় হয়েছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা কি। এসব সাক্ষাতকারের মাধ্যমে আপনি ভোটদের দিনের অনিয়ম, রাজনৈতিক কর্মী বা সিভিল সোসাইটির সদস্যদের গ্রেফতার, লৈঙ্গিক সহিংসতা, ভোটদানে বাধা অথবা শারিরীকভাবে অক্ষম বাক্তিদের ভোটদানে যুক্ত না করার ঘটনাগুলো তুলে ধরতে পারেন।

পরিচয় সংরক্ষণ

যাদের ভিডিও করছেন তাদের জানান যে এই ভিডিও কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হবে। তাদের সাথে সম্ভাব্য বিপদগুলো আলোচনা করুন যে তাদের ধারণকৃত ভিডিওগুলো অনলাইনে যাবে কিনা অথবা কোনো কতৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা যাবে কিনা। যদি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয় তবে:

১। কথা বলার সময়ে আদের হাত ধারণ করুন
২। লোকাদ এডজাস্ট করে চেহারা ব্লার করে দিতে
৩। এছাড়া মুখ ঢেকের সাক্ষাতকার দিতে পারে।

বিকল্প হিসেবে লাইভ না হলে ব্লার করা টুল ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন কিছু টুলের লিংক:

- **YouTube (browser-based):** https://bit.ly/youtube-blurring
- **Blur tools for signal:** https://www.signal.org/blog/blue-tools/
- **Anonymous Camera(iOS):** https://apple.co/3iZZ3Xx

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: আপনার হাতের ক্যামেরা/ স্মার্টফোন পরিস্থিতিবিশেষে আপনার জন্যে হুমকি হতে পারে। যারা ভিডিও ছবি ধারণে কাজ করছে তাদেরকেও নিরাপত্তা বাহিনী আক্রমণ করে বাধা দিতে পারে। তাই নিরাপদ দূরত্বে থেকেই ধারণ করার চেষ্টা করুন।

আপনার ছবি/ভিডিও সংরক্ষণ করুন

আপনার ধারণকৃত সব অরিজিনাল ফাইলগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখুন। কোনো ফাইল অনলাইনে শেয়ারের ক্ষেত্রে সময়, তারিখ এবং অবস্থানের তথ্যগুলো দিন। ভিডিও এর ক্ষেত্রে বাড়তি বিস্তারিত এবং সংশ্লিষ্ট লিংক যুক্ত করতে পারেন। একটি কপি আলাদা করে রাখুন এবং কখনো অরিজিনাল ফাইল এডিট করবেন না। এডিটের ক্ষেত্রে ফাইল কপি করে নতুন ফাইলে এডিট করুন।

শেয়ার করার আগে ভাবুন

আপনি যদি আপনার কোনো কন্টেন্ট সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করার কথা ভাবেন তাহলে সেখানে যুক্ত করে দিন যে এই ভিডিওটি আসলে এনটি মানবাধিকার লংঘনের। যদি সম্ভব হয়, ভিডিও এর শুরুতে একটি ক্যাপশন দিন। এটি জরুরি যাতে ক্যাপশনের মাধমে বুঝা যায়, এ কন্টেন্টটি একটি প্রামান্য এবং সহিংসতার ফুটেজের জন্যে সামাজিক মাধ্যম থেকে ডিলেট না হয়ে যায়।

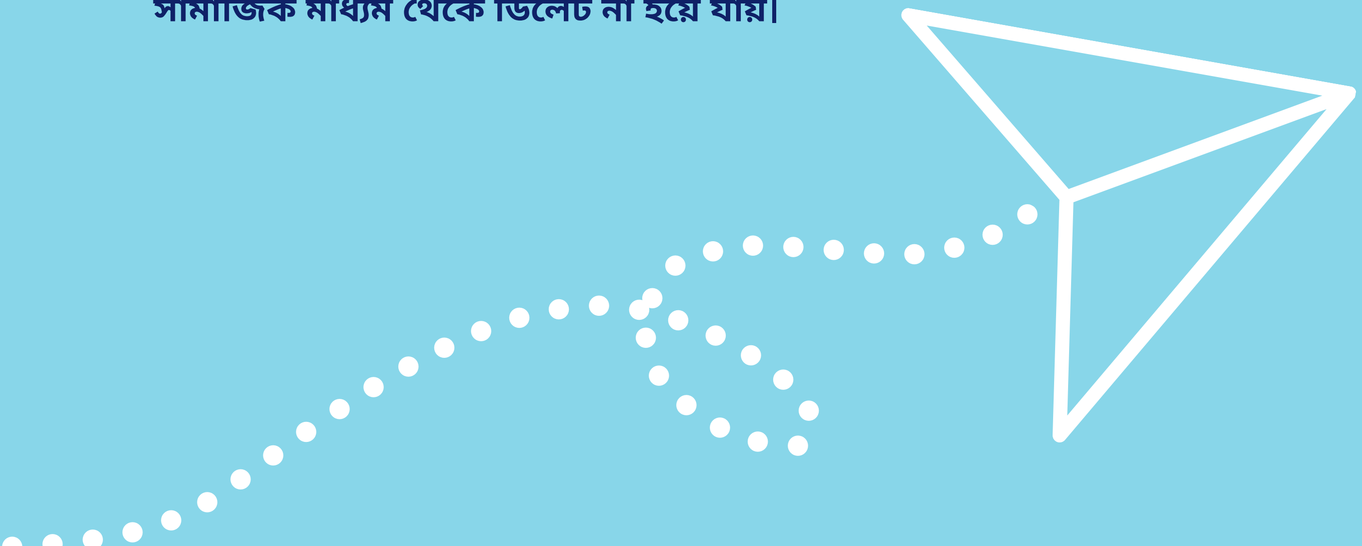

Tipsheet v1.0 published under a Creative Commons license (CC BY-NC-SA 4.0)